মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নীমুচ
বনাম
মাহাদেও রিয়েল এস্টেট এবং অন্যান্যরা
(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৩১৯-৭৩২০)
১৭ই সেপ্টেম্বর,২০১৯
[অরুণ মিশ্রা, এম. আর. শাহ এবং বি. আর. গাভাই,বিচারপতিগন]

ভারতীয় সংবিধান – অনুচ্ছেদ ২২৬ – প্রশাসনিক পদক্ষেপ – বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা – আপিলকারী ৩০ বছরের জন্য ইজারা ভিত্তিতে জমি বরাদ্দের জন্য দরপত্র আহ্বান করে – প্রথম উত্তরদাতার দরপত্র সর্বোচ্চ বলে গণ্য হয় – দরপত্র প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয় – তৃতীয় উত্তরদাতা – বিভাগীয় রাজস্ব কমিশনার, উজ্জয়িনী ০৩.০৭.১০ তারিখে আদেশ দেন যে আহ্বান করা দরপত্রগুলি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না কারণ পর্যাপ্ত প্রচার ছিল না এবং দরদাতাদের কার্টেল তৈরির সম্ভাবনা ছিল – অন্তত একটি জাতীয় স্তরের ইংরেজি সংবাদপত্র এবং একটি রাজ্য স্তরের খ্যাতনামা হিন্দি সংবাদপত্রে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (এন.আই.টি.) প্রকাশের মাধ্যমে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করার নির্দেশ – হাইকোর্ট ০৩.০৭.১০ তারিখের আদেশ বাতিল করে, প্রথম উত্তরদাতার অনুকূলে ইজারা ভিত্তিতে জমি বরাদ্দের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে অনুমোদন দেওয়ার জন্য তৃতীয় উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেয় – পুনর্বিবেচনা – খারিজ – আপিলে, স্থির করে: ধারা ১০৯-এর উপ-ধারা ৩-এর দফা (iii)-এর অধীনে, পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কোনো জমি রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত বিক্রি বা অন্যভাবে হস্তান্তর করা যাবে না – বর্তমান ক্ষেত্রে, দরপত্র আহ্বানের আগে, ১৯৬১ সালের আইনের ধারা ১০৯-এর অধীনে প্রয়োজনীয় রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন নেওয়া হয়নি – হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কেবলমাত্র ২১.১২.০৯ তারিখের যোগাযোগের উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে ধারা ১০৯-এর অধীনে পরিকল্পিত অনুমোদন রাজ্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছিল – কমিশনার, ২১.১২.০৯ তারিখের যোগাযোগের নির্দেশাবলী অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে, বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করেছিলেন যাতে পৌর পরিষদ প্রতিযোগিতার পরিধি বাড়িয়ে উচ্চতর রাজস্ব অর্জন করতে পারে – কমিশনার অসঙ্গতিগুলি উল্লেখ করার পরে রাজ্য সরকারও বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে এবং দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল এবং নতুন দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ সহ উপযুক্ত আদেশ দেওয়ার জন্য কমিশনারকে অনুমোদন করে –

এই পটভূমিতে, ডিভিশন বেঞ্চের এই সিদ্ধান্ত যে কমিশনারের পদক্ষেপ স্বেচ্ছাচারী এবং অবৈধ, তা সঠিক নয় – হাইকোর্ট, প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, সিদ্ধান্তটি অবৈধতা, অযৌক্তিকতা বা পদ্ধতিগত ত্রুটির শিকার না হলে হস্তক্ষেপ করতে পারত না – কমিশনার এবং রাজ্য সরকার উভয়ই বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করেছিলেন – প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিধি অত্যন্ত সীমিত – হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অনুচিত ছিল – বিতর্কিত আদেশ বাতিল করা হলো – তবে, আপিলকারীকে প্রথম উত্তরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া অর্থ বার্ষিক ৬% হারে সুদ সহ ফেরত দিতে হবে – মধ্যপ্রদেশ পৌরসভা আইন, ১৯৬১ – ধারা ১০৯, ৩২৩ – পৌর কর্পোরেশন (স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর) বিধি, ১৯৯৪ – বিধি ৩, ৭ – ওয়েডনেসবারি অযৌক্তিকতার নীতি।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করে: ১.১ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কোনো জমি রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত বিক্রি বা অন্যভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। যে স্থাবর সম্পত্তি আয় প্রদান করে বা আয় প্রদানে সক্ষম, তা প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অথবা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করে হস্তান্তর করা যাবে। নিঃসন্দেহে, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ্য নিলাম বা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান ছাড়াই এই ধরনের হস্তান্তর কার্যকর করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পরন্তু বিধান করে যে, কর্পোরেশন, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন এবং লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার মতো কারণের ভিত্তিতে, সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যতীত অন্য কোনো দরদাতাকে কোনো স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, যখনই পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কোনো জমি বিক্রি করতে হবে, তখন রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত তা করা যাবে না। প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। যতক্ষণ না আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী আইন সঠিকভাবে বোঝেননি অথবা যখন দেখা যায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সিদ্ধান্ত অযৌক্তিকতা এবং তাও "ওয়েডনেসবারি অযৌক্তিকতা" নীতির দ্বারা দূষিত হয়েছে অথবা যদি না দেখা যায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়েছে, ততক্ষণ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত হবে।

আদালতের সিদ্ধান্তের বৈধতা পরীক্ষা করার অনুমতি নেই, তবে এই আদালত কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সঠিকতা পরীক্ষা করতে পারে। হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র তখনই ন্যায়সঙ্গত হবে যখন বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি আইনের সুস্পষ্ট ত্রুটির দ্বারা দূষিত হয়, অর্থাৎ, যখন ত্রুটি নথি মুখে সুস্পষ্ট এবং স্বতঃসিদ্ধ হয়। হাইকোর্ট তখনই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে যখন এটি খুঁজে পায় যে বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি এতটাই স্বেচ্ছাচারী এবং খেয়ালখুশিপূর্ণ যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনই তাতে উপনীত হতে পারত না। পরীক্ষাটি আদালত যা যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক মনে করে তা নয়, বরং এমন একটি সিদ্ধান্ত যা আদালত মনে করে যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি নিতে পারত না। শুধু তাই নয়, এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে সুস্পষ্ট অবিচার হতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১২, ১৩, ১৫ এবং ১৭] [৫৪১-বি-ই; ৫৪২-এফ-এইচ; ৫৪৪-এ-বি]

১.২.অবিসংবাদিতভাবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, দরপত্র আহ্বানের আগে, মধ্যপ্রদেশ পৌরসভা আইন, ১৯৬১-এর ধারা ১০৯-এর অধীনে প্রয়োজনীয় রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন নেওয়া হয়নি। দুইজন পৌর কাউন্সিলর উক্ত আইনের ধারা ৩২৩-এর বিধানের অধীনে কালেক্টরের কাছে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। কালেক্টর, যিনি প্রাথমিকভাবে ১৮.০৭.২০০৮ তারিখে স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেছিলেন, ২৩.১২.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পৌর পরিষদকে উক্ত প্রস্তাবের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন চাইতে নির্দেশ দেন। ২১.১২.২০০৯ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে, রাজ্য সরকার ৩ নং উত্তরদাতা-রাজস্ব কমিশনারকে ১ নং উত্তরদাতাকে জমির দখল হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়। তা করার সময়, রাজ্য সরকার কমিশনারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে জমি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করার নির্দেশ দেয়। যোগাযোগ প্রাপ্তির পর, বিভাগীয় কমিশনার ০৩.০৩.২০১০ তারিখে রাজ্য সরকারকে একটি যোগাযোগ প্রেরণ করেন, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির যথাযথ প্রচার করা হয়নি এবং বাজার মূল্য অনুসারে হারগুলি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে দরদাতাদের মধ্যে একটি কার্টেল ছিল এবং তাই, উক্ত আইনের ধারা ১০৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের স্পষ্ট আদেশ চাওয়া হয়েছিল। তিনি পর্যাপ্ত প্রচারের মাধ্যমে নতুন দরপত্র আহ্বানের আরও নির্দেশের সাথে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাবও করেছিলেন। উক্ত যোগাযোগের প্রতিক্রিয়ায়, রাজ্য সরকার বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে এবং ১৮.০৫.২০১০ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশ্নযুক্ত জমি হস্তান্তরের জন্য কমিশনারকে অনুমোদন করে।

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নীমুচ বনাম মাহাদিও রিয়েল ৫৩৫ এস্টেট এবং ওআরএস

রাজ্য সরকার কমিশনারকে উক্ত আইনের ধারা ১০৯ এবং পৌর কর্পোরেশন (স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর) বিধি, ১৯৯৪-এর বিধি ৭-এর বিধানের অধীনে অনুমোদন মঞ্জুরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুমোদন করে। [অনুচ্ছেদ ১৮, ২২] [৫৪৪-সি; ৫৪৫-জি-এইচ; ৫৪৬-এ-ডি]

১.৩.হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কেবলমাত্র ২১.১২.২০০৯ তারিখের যোগাযোগের উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে উক্ত আইনের ধারা ১০৯-এর অধীনে পরিকল্পিত অনুমোদন রাজ্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছিল। তবে, এটি রাজ্য সরকার এবং কমিশনারের মধ্যে পরবর্তী চিঠিপত্রকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে। পরবর্তী যোগাযোগগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কমিশনার পৌর পরিষদের প্রস্তাবের ত্রুটিগুলি উল্লেখ করেছিলেন এবং রাজ্য সরকারকে নতুন দরপত্র আহ্বানের নির্দেশ সহ উক্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কমিশনার, ২১.১২.২০০৯ তারিখের যোগাযোগের নির্দেশাবলী অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে, বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করেছিলেন যাতে পৌর পরিষদ উচ্চতর রাজস্ব অর্জন করতে পারে। শুধু তাই নয়, কমিশনারের নজরে অসঙ্গতিগুলি আনার পরে রাজ্য সরকার বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে এবং পুনর্বিবেচনা করে এবং দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল এবং নতুন দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ সহ উপযুক্ত আদেশ দেওয়ার জন্য কমিশনারকে অনুমোদন করে। এই বাস্তব পরিস্থিতির পটভূমিতে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই সিদ্ধান্ত যে কমিশনারের পদক্ষেপ স্বেচ্ছাচারী এবং অবৈধ, তা আইনগত বা কার্যত কোনোভাবেই সঠিক নয়। হাইকোর্ট, প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, সিদ্ধান্তটি অবৈধতা, অযৌক্তিকতা বা পদ্ধতিগত ত্রুটির শিকার না হলে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। [অনুচ্ছেদ ২৩, ২৪] [৫৪৬-ই-জি; এইচ; ৫৪৭-এ-সি]

১.৪.কমিশনার পৌর পরিষদের প্রস্তাবের অসঙ্গতিগুলি রাজ্য সরকারের নজরে এনে জনস্বার্থের রক্ষক হিসাবে যথাযথভাবে কাজ করেছিলেন এবং রাজ্য সরকারও কমিশনারকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুমোদন করে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাড়া দিয়েছে।

কমিশনার এবং রাজ্য সরকার উভয়ই বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করেছেন। বৃহত্তর জনস্বার্থে কমিশনার যে সিদ্ধান্তটি বাতিল করেছেন তা নিঃসন্দেহে! বৃহত্তর জনস্বার্থে, যা নিশ্চিত করবে যে প্রতিযোগিতার পরিধি বাড়িয়ে পৌর পরিষদ আরও বেশি রাজস্ব উপার্জন করবে, কোনও কল্পনার প্রসার ছাড়াই, রাজ্য সরকার বা কমিশনারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ, অনুপযুক্ত, অযৌক্তিক বা অযৌক্তিক হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে, যা কেবলমাত্র হাইকোর্টকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিতে পারত। হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ যখন এই জাতীয় কোনও পরামিতি বিদ্যমান ছিল না তখন সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত ছিল। এটি হাইকোর্ট, যা প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ, ঘুষ দেওয়া আদেশগুলি আইনে টেকসই নয়। ৩১.০৮.২০১৭ এবং ০৫.০৭.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বাতিল করে দেওয়া হয়। উত্তরদাতা নং ১-এর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তবে, পৌর পরিষদকে প্রতি বছর ৬ শতাংশ হারে সুদ সহ এখানে উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা জমা করা পরিমাণ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৫-২৭] [৫৪৭-সি-ডি; জি-এইচ; ৫৪৮-এ-সি]

টাটা সেলুলার বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি ৬৫১: [১৯৯৪] ২ সাপ্লি. এস. সি. আর ১২২; পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন বনাম আব্দুল হালিম ২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯০২-এর উপর নির্ভর করেছিল।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯৪] ২ সাপ্ল. এসসিআর ১২২ নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১৪

সিভিল আপিল আইনঃ ২০১৯ সালের ৭৩১৯-৭৩২০ নং দেওয়ানি আপিল।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ২০১৭ সালের ১০৭২ নং রিভিউ পিটিশন এবং ২০১০ সালের ১২২০৪ নং ডব্লিউ. পি-তে ইন্দোরের বেঞ্চের ২০১৭ সালের ১০৭২ নং রিভিউ পিটিশন এবং ২০১০ সালের ১২২০৪ নং ডব্লিউ. পি-তে ইন্দোরের বেঞ্চের রায় ও আদেশ থেকে।

হর্ষ পরাশর, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী

কল্যাণ ব্যানার্জি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, উদয় গুপ্ত, এমএস শিবানি লাল, হীরেন দসান, এম. কে. ত্রিপাঠি, হেমন্ত কুশওয়ালিয়া, মিসেস সরলা চন্দ্র, আবিষ্কার সিংভি, নিপুন ক্যাটিয়াল, রাহুল কৌশিক, উত্তরদাতাদের আইনজীবীগণ।

আদালতের রায় বি. আর. গাভাই, জে. ১, মঞ্জুর করেছেন।

২. বর্তমান আপিলগুলি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ, ইন্দোরের বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যার ফলে এখানে উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশন এবং পরবর্তী আদেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যার ফলে আবেদনকারীর দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৩. সংক্ষেপে, বর্তমান আপিলের জন্মদানকারী বাস্তব পটভূমি নিম্নরূপঃ

আবেদনকারী, যা মধ্যপ্রদেশ পৌরসভা আইন, ১৯৬১-এর অধীনে যথাযথভাবে গঠিত একটি পৌর পরিষদ (এরপরে "উল্লিখিত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করেছিল। জমিটি নীমুচের স্কিম No.১A (বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ব্যবহার)-এ অবস্থিত ১৬৩১৭৬ বর্গফুটের বিজ্ঞাপন-পরিমাপ ছিল। দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি (সংক্ষেপে "এনআইটি") দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন, নাই দুনিয়া, দৈনিক ভাস্কর, ফ্রি প্রেস এবং দশপুর এক্সপ্রেস। উত্তরদাতা নং ১, যা একটি নিবন্ধিত অংশীদারিত্ব সংস্থা, অন্যান্য দরদাতাদের সাথে দরপত্র জমা দিয়েছিল যার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
অংশগ্রহণকারীদের দরপত্র সমস্ত দরদাতাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হয়েছিল। এখানে ১ নম্বর উত্তরদাতার দরপত্র সর্বোচ্চ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪, আবেদনকারী ২৭.০৯.২০০৮ তারিখের একটি চিঠি জারি করেন যার মাধ্যমে উত্তরদাতা নং।-কে জানানো হয় যে তার দরপত্র গৃহীত হয়েছে। উত্তরদাতা নং।-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সাত দিনের মধ্যে দরপত্রের পরিমাণের ২৫ শতাংশ টাকা জমা করতে হবে।

৫, এটি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পর্কে কালেক্টরের সামনে উক্ত আইনের ৩২৩ ধারার বিধানের অধীনে পৌর কাউন্সিলের দুই সদস্য একটি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। আরও প্রতীয়মান হয় যে, কালেক্টর ১৮.০৭.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়ার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত করেছিলেন। ২৩.১২.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, কালেক্টর তাতে পর্যবেক্ষণ করে কার্যধারার নিষ্পত্তি করেছিলেন, যে প্রস্তাবটি নগর প্রশাসনে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

এবং উন্নয়ন বিভাগ, এখানে ২ নং উত্তরদাতা, উক্ত আইনের ১০৯ ধারার বিধানের অধীনে।

৬. এরপরে, এটি প্রতীয়মান হয় যে, একদিকে নগর প্রশাসনিক ও উন্নয়ন বিভাগ এবং অন্যদিকে উজ্জয়িনীর বিভাগীয় রাজস্ব কমিশনার, উত্তরদাতা নং ৩-এর মধ্যে কিছু চিঠিপত্র ছিল। অবশেষে, উত্তরদাতা নং ৩ তারিখের একটি আদেশ পাস করেন যাতে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত দরপত্রগুলি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। তিনি উক্ত আদেশে আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, এনআইটি শুধুমাত্র ইন্দোরে দুটি হিন্দি সংবাদপত্রের ইন্দোর সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাই কোনও ব্যাপক প্রচলন ছিল না। এইভাবে, তিনি পৌর কাউন্সিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং কমপক্ষে একটি জাতীয় স্তরের ইংরেজি সংবাদপত্র এবং একটি রাজ্য স্তরের নামী হিন্দি সংবাদপত্রে এনআইটি প্রকাশ করে আবার দরপত্র আহ্বানের নির্দেশ দিয়ে তা ফিরিয়ে দেন। এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতা নং, আমি এখানে ২০১০ সালের ১২২০৪ নং রিট পিটিশনে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। ডিভিশন বেঞ্চ ৩১.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশনটি বাতিল ও বাতিল করার অনুমতি দেয়। ৩ নং প্রত্যর্থীর দ্বারা জারি করা ২ নং আইডি-র আদেশ এবং ১ নং প্রত্যর্থীর পক্ষে জমি ইজারা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়ার নির্দেশ। এরপর আবেদনকারী ২০১৭ সালের ১০৭২ নং রিভিউ পিটিশনকে অগ্রাধিকার দেন। একই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। অতএব, ৩ নং আইডি-র আদেশ এবং ৩ নং আইডি-র আদেশ উভয়কেই চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান আপিলগুলি,

৭. আমরা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী হর্ষ পরাশর এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুনেছি,

৮. প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কের প্রশংসা করার জন্য, উক্ত আইনের ১০৯ ধারার বিধানগুলি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

> "১০৯। কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় বা তার অধীনে থাকা পৌর সম্পত্তির নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণকারী বিধানাবলী।-এই বিষয়ে যে নিয়ম করা যেতে পারে তা ছাড়া কোনও রাস্তা, জমি, সর্বজনীন স্থান, নালা বা সেচ চ্যানেল বিক্রি, ইজারা দেওয়া বা অন্য কোনওভাবে বিচ্ছিন্ন করা হবে না।
>
> (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে -
> (ক) মুখ্য পৌর আধিকারিক, তাঁর বিবেচনার ভিত্তিতে, পরিষদের মালিকানাধীন কোনও স্থাবর সম্পত্তির ইজারা দিতে পারবেন,

মাছ ধরার বা ফলমূল, ফুল সংগ্রহ ও গ্রহণের অধিকার এবং তারপরে, যার মধ্যে প্রিমিয়াম বা ভাড়া বা উভয়ই, ক্ষেত্রমত, একবারে বারো মাসের বেশি নয় এমন কোনও সময়ের জন্য দুইশো পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পৌর আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি ইজারা, যে শ্রেণীর ইজারা ব্যতীত, যার ক্ষেত্রে পরিষদ-সভাপতি প্রস্তাব দ্বারা প্রধান পৌর আধিকারিককে এই শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, তা মঞ্জুর হওয়ার পনের দিনের মধ্যে তিনি পরিষদ-সভাপতি-কে জানাবেন।

(খ) কাউন্সিলের সভাপতির অনুমোদনক্রমে, প্রধান পৌর আধিকারিক বিক্রয় বা অন্য কোনওভাবে, কোনও এক বছরের জন্য, যার ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম বা ভাড়া বা উভয়ই এক হাজার পাঁচশো টাকার বেশি নয়, সেই সময়কালে অনধিক তিন বছরের জন্য পূর্বোক্ত কোনও অধিকার সহ স্থাবর সম্পত্তির ইজারা দিতে পারবেন;

(®) কাউন্সিলের অনুমোদনের সাথে সাথে, প্রধান পৌর কর্মকর্তা কাউন্সিলের মালিকানাধীন কোনও স্থাবর সম্পত্তি ইজারা দিতে, বিক্রি করতে বা অন্যথায় হস্তান্তর করতে পারেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে পরিষদের সভাপতি বা কাউন্সিলের অনুমোদন সাধারণত যে কোনও শ্রেণীর ক্ষেত্রে বা বিশেষত যে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারেঃ

শর্ত থাকে যে –

(১) ট্রাস্টে কাউন্সিলের অধীনে থাকা কোনও সম্পত্তি এমনভাবে ইজারা দেওয়া, বিক্রি করা বা অন্যথায় হস্তান্তর করা হবে না যা ট্রাস্টের উদ্দেশ্যকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করতে পারে যার সাপেক্ষে এই সম্পত্তি ধারণ করা হয়;

(২) রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কোনও জমি বিক্রি বা অন্যথায় হস্তান্তর করা হবে না এবং কাউন্সিলের কাছে ন্যস্ত সম্পত্তির প্রতিটি বিক্রয় বা অন্যান্য পরিবহন এই আইন বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইন দ্বারা আরোপিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে বলে মনে করা হবে।

৯। এইভাবে দেখা যায় যে, উপরোক্ত বিধানটি পৌর কাউন্সিলের অধীনে বা পরিচালনার অধীনে থাকা পৌর সম্পত্তির নিষ্পত্তি পরিচালনা করে। উক্ত আইনের ১০৯ ধারার (৩) উপধারার (২) ধারাটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিধান হবে। এতে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কোনও জমি বিক্রি করা হবে না বা অন্যথায় হস্তান্তর করা হবে না। এতে আরও বলা হয়েছে যে, কাউন্সিলের অধীনে থাকা সম্পত্তির প্রতিটি বিক্রয় বা অন্যান্য পরিবহণ উক্ত আইন বা বর্তমানে কার্যকর অন্য কোনও আইন দ্বারা আরোপিত শর্ত এবং সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে বলে মনে করা হবে।

১০। পৌরনিগম (স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর) বিধিমালা, ১৯৯৪ (এরপরে "উল্লিখিত বিধিমালা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর ৩ নং বিধির উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক হবে, যা এইভাবে পড়েঃ

> ৩. কোনও স্থাবর সম্পত্তি যা আয় করে বা আয় করতে সক্ষম, তা বিক্রির মাধ্যমে বা অন্য কোনওভাবে হস্তান্তর করা হবে না, শুধুমাত্র কোনও সরকারি নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অথবা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা ছাড়াঃ
>
> তবে শর্ত থাকে যে, যদি কর্পোরেশনের অভিমত হয় যে, জনসমক্ষে নিলাম করা বা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা কাম্য নয়, তা হলে কর্পোরেশন, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জনসমক্ষে নিলাম না করেই বা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান না করেই এই ধরনের স্থানান্তর কার্যকর করতে পারেঃ
>
> আরও শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণগুলির জন্য, যে কোনও স্থাবর সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যতীত অন্য কোনও দরদাতাকে হস্তান্তর করতে পারেঃ
>
> তবে শর্ত থাকে যে, ইজারা প্রদানের সময় ইজারা দ্বারা এই ধরনের যে কোনও হস্তান্তরের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত প্রিমিয়াম প্রদেয় হবে এবং ইজারা দেওয়ার মোট সময়কালে বার্ষিক ভাড়াও অতিরিক্ত প্রদেয় হবে।

১১। উপরোক্ত বিধিমালা ৩-এর পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, কোনও স্থাবর সম্পত্তি যা আয় দেয় বা আয় করতে সক্ষম, তা বিক্রির মাধ্যমে বা অন্য কোনওভাবে হস্তান্তর করা হবে না, শুধুমাত্র কোনও সরকারি নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অথবা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা ছাড়া। এর শর্তাবলীতে বলা হয়েছে যে, যদি কর্পোরেশন মনে করে যে, প্রকাশ্যে নিলাম করা বা প্রস্তাব আহ্বান করা বাঞ্ছনীয় নয়।

সিল করা কভার, কর্পোরেশন, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন সহ, জনসাধারণের নিলাম ছাড়াই বা সিল করা কভারগুলিতে প্রস্তাব আহ্বান না করেই এই ধরনের স্থানান্তর কার্যকর করতে পারে। দ্বিতীয় শর্তে আরও বলা হয়েছে যে কর্পোরেশন, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন সহ এবং লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণগুলির জন্য, কোনও স্থাবর সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যতীত অন্য কোনও দরদাতাকে হস্তান্তর করতে পারে।

১২. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কোনও জমি বিক্রি বা অন্যথায় হস্তান্তর করা হবে না। উপরোক্ত নিয়মের পর্যালোচনায় আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, যে স্থাবর সম্পত্তি থেকে আয় হয় বা যা আয় করতে সক্ষম, তা বিক্রির মাধ্যমে বা অন্যথায় হস্তান্তর করা হবে না, শুধুমাত্র সরকারি নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অথবা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা ছাড়া। কোনও সন্দেহ নেই যে, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, এই ধরনের হস্তান্তর প্রকাশ্যে নিলাম বা সিল করা খামে প্রস্তাব আহ্বান না করেই কার্যকর করা যেতে পারে। দ্বিতীয় শর্তে আরও বলা হয়েছে যে, কর্পোরেশন, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন এবং লিখিত কারণে নথিভুক্ত করার জন্য, যে কোনও স্থাবর সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যতীত অন্য কোনও দরদাতাকে হস্তান্তর করতে পারে।

১৩। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যখনই পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কোনও জমি বিক্রি করতে হবে, তখন রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া তা করা যাবে না।

১৪. বর্তমান মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত তথ্যের সত্যতা পরীক্ষা করব। তবে, এটি করার আগে, আমরা প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার হাইকোর্টের ক্ষমতার পরিধি পরীক্ষা করার প্রস্তাব করছি। যদিও, উক্ত বিষয়ে এই আদালতের রায়গুলির একটি তালিকা রয়েছে, যা টাটা সেলুলার বনামের ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন।
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি ৬৫১-এ যে মৌলিক নীতিগুলি এখনও প্রচলিত রয়েছে সেগুলি তুলে ধরেছে। উক্ত রায়ের ৭৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, '

> "৭৭। আদালতের কর্তব্য হল বৈধতা সংক্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। এর উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিতঃ
>
> ১, কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতা অতিক্রম করেছে কি না?
>
> ২. আইনের ভুল করেছেন,
>
> ৩. প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে,

৪. এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যা কোনও যুক্তিসঙ্গত ট্রাইব্যুনাল পৌঁছাতে পারত না বা,

৫, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে

অতএব, কোনও নির্দিষ্ট নীতি বা সেই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নেওয়া নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ন্যায্য কিনা তা নির্ধারণ করা আদালতের দায়িত্ব নয়। এটি কেবল সেই সিদ্ধান্তগুলি যেভাবে নেওয়া হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত, ন্যায্যভাবে কাজ করার দায়িত্বের পরিমাণ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হবে। শীঘ্রই বলা যায়, যে ভিত্তিতে একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারেঃ

(i) বৈধতা-এর অর্থ হল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে অবশ্যই সেই আইনটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে যা তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তা কার্যকর করতে হবে।
(ii) অযৌক্তিকতা, অর্থাৎ ওয়েডনেসবারি অযৌক্তিকতা।
(iii) পদ্ধতিগত অযোগ্যতা।

উপরের বিষয়গুলি কেবল বিস্তৃত ভিত্তি, তবে এটি সময়ের সাথে সাথে আরও ভিত্তি যুক্ত করার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে, আর. বনাম স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি অফ স্টেট, এক্স ব্রাইন্ড, (১৯৯১) ১এসি ৬৯৬-এ লর্ড ডিপ্লক বিশেষভাবে একটি উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা, আনুপাতিকতা নীতির সম্ভাব্য স্বীকৃতি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে গৃহীত পরীক্ষাটি হ 'ল আদালতের উচিত,' এমন কোনও প্রকৃতি এবং মাত্রার কিছু ভুল হয়েছে কিনা যা তার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন 'বিবেচনা করা।

১৫. এইভাবে দেখা যায় যে, কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ খুব সীমিত। আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী আইনটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি বা যখন দেখা যায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সিদ্ধান্ত অযৌক্তিকতার দ্বারা কলুষিত হয়েছে এবং তাও "ওয়েডনেসবারি অযৌক্তিকতা" নীতির ভিত্তিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে কোনও পদ্ধতিগত অনিয়ম হয়েছে বলে প্রমাণিত না হয়, তখন হাইকোর্টের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করা অনুমোদিত হবে না। এটিও সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আদালতের পক্ষে সিদ্ধান্তের বৈধতা পরীক্ষা করা জায়েয নয়, তবে এই আদালত কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সঠিকতা পরীক্ষা করতে পারে।

মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নিমুচ বনাম মহাদেও রিয়েল এস্টেট এবং অন্যান্য [বি. আর. গাভাই, বিচারপতি] ৫৪৩ এস্টেট এবং ওআরএস। [বি. আর. গাভাল, জে।]

১৬. এই আদালত সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল এ সার্ভিস কমিশন বনাম আব্দুল হালিমের মামলায় ২০১৯ সালের এস. সি. সি অনলাইন-এ রিপোর্ট করেছে। এসসি ৯০২-এর আবার একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপের সুযোগ বিবেচনা করার সুযোগ ছিল,

৩১। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালত - দেখুন যে অভিযুক্ত সিদ্ধান্তটি আইনের আপাত ত্রুটি বি দ্বারা কলুষিত হয়েছে কিনা। রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট ত্রুটি দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত কলুষিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য পরীক্ষাটি হল রেকর্ডের সামনে ত্রুটিটি স্বতঃসিদ্ধ কিনা বা ত্রুটিটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরীক্ষা বা যুক্তির প্রয়োজন কিনা। যদি কোনও ত্রুটি যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, যেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে দুটি মতামত থাকতে পারে, তবে এটি রেকর্ডের মুখে ত্রুটি বলে বলা যাবে না, যেমন এই আদালত সত্যনারায়ণ বনাম মল্লিকার্জুন-এ এআইআর ১৯৬০ এসসি ১৩৭-তে রিপোর্ট করেছে।
যদি একটি সংবিধিবদ্ধ নিয়মের বিধান যুক্তিসঙ্গতভাবে দুই বা ততোধিক নির্মাণের জন্য সক্ষম হয় এবং একটি নির্মাণ গৃহীত হয়, তবে সিদ্ধান্তটি রিট কোর্টের হস্তক্ষেপের জন্য উন্মুক্ত হবে না।
অথবা অজ্ঞতা বা অবজ্ঞা, বা এমন কোনও সিদ্ধান্ত যা আইনে স্পষ্টভাবে ভুল কারণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা রিট কোর্ট দ্বারা শংসাপত্র জারি করে সংশোধন করা যেতে পারে।

৩২. ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার বিস্তৃতি অযৌক্তিক আদেশ বাতিল করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত হতে পারে। যদি কোনও সিদ্ধান্ত এতটাই স্বেচ্ছাচারী এবং কৌতুহলী হয় যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও তাতে পৌঁছতে পারত না, এটি একটি রিট কোর্ট দ্বারা বাতিল হওয়ার যোগ্য। যদি সিদ্ধান্তটি যুক্তিসঙ্গতভাবে রেকর্ডের উপকরণ দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না, তবে এটি বিকৃত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

৩৩. যাইহোক, কর্তৃপক্ষের আদেশের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করার আদালতের ক্ষমতা আদালতকে সিদ্ধান্তের গুণাগুণ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্তের সমর্থনে যথেষ্ট ভিত্তি খতিয়ে দেখতে সক্ষম করে না, এমনভাবে বসে যেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। পরীক্ষাটি আদালত যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলে মনে করে না, বরং এমন একটি সিদ্ধান্ত যা আদালত মনে করে জি যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি নিতে পারত না, যার ফলে 'প্রকাশ্য অবিচার' হয়েছে। রিট কোর্ট হস্তক্ষেপ করে না, কারণ একটি সিদ্ধান্ত নিখুঁত নয়।

১৭. এইভাবে দেখা যায় যে, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ তখনই যুক্তিযুক্ত হবে যখন অভিযুক্ত সিদ্ধান্তটি আপাততঃ আইনের ত্রুটির দ্বারা কলুষিত করা হয়, অর্থাৎ, যখন নথির সামনে ত্রুটি স্পষ্ট হয় এবং স্বতঃসিদ্ধ হয়। হাইকোর্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে যখন তারা দেখবে যে অভিযুক্ত সিদ্ধান্তটি এতটাই স্বেচ্ছাচারী এবং কৌতুহলী যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও পৌঁছাতে পারত না। এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে পরীক্ষাটি আদালত যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলে মনে করে না, তবে এমন একটি সিদ্ধান্ত যা আদালত মনে করে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি নিতে পারত না, কেবল এটিই নয়, এই ধরনের সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রকাশ্য অবিচারের দিকে পরিচালিত করেছিল।

১৮. উপরোক্ত নীতিগুলির আলোকে, আসুন আমরা বর্তমান মামলার তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখি। নিঃসন্দেহে, বর্তমান ক্ষেত্রে, দরপত্র আহ্বানের আগে, উক্ত আইনের ১০৯ নং ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন নেওয়া হয়নি। মনে হয়, দরপত্র প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার পরে এবং পৌর পরিষদ উত্তরদাতা নং-এর দরপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, দুই পৌর পরামর্শদাতা উক্ত আইনের ৩২৩ নং ধারার বিধানের অধীনে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, তাই কালেক্টর, নীমুচ। কালেক্টর, নীমুচ, ১৮.০৭.২০০৮ কার্যধারায় স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। পরিশেষে, কালেক্টর, ২৩.১২.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বলেন যে, উক্ত জমিটি ৩০ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। কালেক্টরের উক্ত আদেশ অনুসারে, বিষয়টি উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। ২-রাজ্য সরকার। মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রধান সচিব উজ্জয়িনী বিভাগের কমিশনারকে (এরপরে "কমিশনার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এটি করার সময়, রাজ্য সরকার কমিশনারকে নির্দেশ দেয় যে জমিটি নীমুচ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-এর অধীনে প্রদত্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য।

১৯, তবে, কমিশনার রাজ্য সরকারকে ০৩.০৩.২০১০ তারিখের একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার রাজ্য সরকারের হাতে রয়েছে। তাই তিনি নির্দেশনা চেয়েছেন। উক্ত আইনের ১০৯ নং ধারা এবং উক্ত বিধির ৭ নং বিধির বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার স্পষ্ট আদেশ চেয়েছে। তিনি রাজ্য সরকারকে আরও উল্লেখ করেন যে, পৌর পরিষদ শুধুমাত্র হিন্দি ভাষার দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে এনআইটি প্রকাশ করেছে এবং তাই পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতা ছিল না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে,

এই ধরনের দরপত্রগুলি মাত্র চারজন দরদাতাদের দ্বারা পূরণ করা হত। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে, দরগুলি লক্ষ্য করার পরে, এটি প্রতীয়মান হয় যে দরদাতাদের মধ্যে কার্টেল রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এন. আই. টি যদি জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে ইংরেজি ও হিন্দি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত, তবে একটি বৃহত্তর প্রতিযোগিতা হত এবং উচ্চতর হারের প্রস্তাব দেওয়া যেত। অতএব, তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে কাউন্সিলের কাছে জমা দেওয়া প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার সময় নীমুচ পৌর পরিষদকে আবার দরপত্র আহ্বান করার নির্দেশ দেওয়া উপযুক্ত হবে।

২০. ০৩.০৩.২০১০ তারিখের উপরোক্ত যোগাযোগের জবাবে, উত্তরদাতা নং ২-রাজ্য সরকার কমিশনারকে ১৮.০৫.২০১০ তারিখের আরেকটি যোগাযোগের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছে। উক্ত যোগাযোগে বলা হয়েছে যে, পুনরায় পরীক্ষার পর রাজ্য সরকার কমিশনারকে জমি হস্তান্তরের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। উক্ত 'যোগাযোগে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, যদি পৌর পরিষদ কর্তৃক জমা দেওয়া প্রস্তাবটি কমিশনারের কাছে সম্মত না হয়, তবে পৌর কাউন্সিলের প্রস্তাবটি বাতিল করার সময়, তিনি নতুন করে কার্যধারা শুরু করার আদেশ দিতে পারেন। ১৮.০৫.২০১০ তারিখের উপরোক্ত যোগাযোগের অনুসরণে, এখানে অভিযুক্ত আদেশটি কমিশনার দ্বারা তারিখ ০৩.০৭.২০১০ দ্বারা পাস করা হয়।

২১, ০৩.০৭.২০১০ তারিখের আদেশে কমিশনার দেখেছেন যে দরপত্রগুলি প্রতিযোগিতামূলক বলে প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও দেখেছেন যে এনআইটি শুধুমাত্র দুটি হিন্দি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাই পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই তিনি পৌর কাউন্সিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এটি করার সময়, দরপত্রগুলি আবার আহ্বান করার এবং কমপক্ষে একটি জাতীয় স্তরের ইংরেজি সংবাদপত্র এবং একটি রাজ্য স্তরের হিন্দি সংবাদপত্রে এনআইটি প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়ে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২২, যে পরিস্থিতি তৈরি হয় তা হল। প্রাথমিকভাবে নীমুচ পৌর পরিষদ ৩০ বছরের জন্য উক্ত জমি ইজারা দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করে। উক্ত আইনের ১০৯ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই এটি করা হয়েছিল। দুইজন পৌর পরামর্শদাতা উক্ত আইনের ৩২৩ ধারার বিধানের অধীনে কালেক্টরের সামনে আপত্তি উত্থাপন করেন। কালেক্টর, যিনি প্রাথমিকভাবে ২৩.১২.২০০৮-এর আদেশের মাধ্যমে ১৮.০৭.২০০৮-এর উপর স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেছিলেন, পৌর পরিষদকে উক্ত প্রস্তাবের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশ দেন। ২১.১২.২০০৯ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে, রাজ্য সরকার উত্তরদাতা নং ৩-রাজস্ব কমিশনারকে জমিটির দখল উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়। এটি করার সময়, রাজ্য

উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী জমিটি ব্যবহারের জন্য রাখা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য সরকার কমিশনারকে নির্দেশ দেয়। যোগাযোগের প্রাপ্তির পরে, বিভাগীয় কমিশনার রাজ্য সরকারকে একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন যে এনআইটি-কে কোনও যথাযথ প্রচার করা হয়নি এবং বাজার মূল্য অনুযায়ী দামগুলি প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে দরদাতাদের মধ্যে একটি কার্টেল ছিল এবং তাই, উক্ত আইনের ১০৯ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছে স্পষ্ট আদেশ চেয়েছিলেন। তিনি পর্যাপ্ত প্রচারের মাধ্যমে নতুন দরপত্র আহ্বানের জন্য আরও নির্দেশ সহ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। উক্ত চিঠির জবাবে, রাজ্য সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তরের জন্য কমিশনারের অনুমোদন দেয়। উক্ত চিঠির মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয় যে, রাজ্য সরকার কমিশনারকে উক্ত আইনের ১০৯ ধারা এবং উক্ত বিধির ৭ নং বিধির বিধানের অধীনে অনুমোদন দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যদি কমিশনার পৌর কাউন্সিলের প্রস্তাবের সাথে একমত না হন তবে তিনি পৌর কাউন্সিলের প্রস্তাবটি বাতিল করার সময় নতুন করে কার্যধারা শুরু করার আদেশ দিতে পারেন।
এই অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার সেই আদেশগুলি পাস করেছেন যা মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত হয়েছিল।

২৩. আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ শুধুমাত্র ২১.১২.২০০৯-এর তারিখ উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, উক্ত আইনের ১০৯ ধারার অধীনে বিবেচিত অনুমোদন রাজ্য সরকার মঞ্জুর করেছে। তবে, ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকার এবং কমিশনারের মধ্যে পরবর্তী চিঠিপত্রকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। যোগাযোগ থেকে জানা যায় যে, কমিশনার পৌর পরিষদের প্রস্তাবের দুর্বলতাগুলি তুলে ধরেছিলেন এবং রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পৌর পরিষদকে নতুন দরপত্র আহ্বান করার নির্দেশ দিয়ে উক্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করুন। কমিশনারের আপত্তির ভিত্তিতে, রাজ্য সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিবেচনা করে এবং তিনি বলেন, প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা এবং পুনরায় দরপত্র প্রক্রিয়া পরিচালনা সহ যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইনটির ১০৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কমিশনারকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২৪। এইভাবে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, কমিশনার, তারিখের চিঠিতে থাকা নির্দেশগুলি অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে

২১.১২.২০০৯ বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করেছে যাতে পৌর পরিষদ একটি উচ্চতর রাজস্ব উপার্জন করে। শুধু এটিই নয়, রাজ্য সরকার, কমিশনার তার নোটিশে অসঙ্গতিগুলি নির্দেশ করার পরে, বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা করেছে এবং কমিশনারকে দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং নতুন দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ সহ যথাযথ আদেশ পাস করার জন্য অনুমোদিত করেছে। এই বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই সিদ্ধান্ত যে কমিশনারের পদক্ষেপ নির্বিচারে এবং অবৈধ, আমাদের দৃষ্টিতে, আইনত বা বাস্তবিকভাবে সঠিক নয়।

এখানে উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, হাইকোর্ট প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারত না, যদি না সিদ্ধান্তটি অবৈধতা, অযৌক্তিকতা বা পদ্ধতিগত অনিয়মের কারণে হয়।

২৫. বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাজ্য সরকারের কাছে পৌর পরিষদের প্রস্তাবের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরে কমিশনার সরকারি সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যথাযথ কাজ করেছেন এবং রাজ্য সরকারও যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কমিশনারকে অনুমোদন দিয়ে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে সাড়া দিয়েছে। আমরা বিবেচনা করছি যে, কমিশনার এবং রাজ্য সরকার উভয়ই বৃহত্তর জনস্বার্থে কাজ করেছে।

বর্তমান বিষয়ে হাইকোর্ট কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, রাজ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নির্বিচারে বা পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা তার রয়েছে, যা ১৩ অনুচ্ছেদে দেখা গেছে। আমরা ১৭ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করতেও অক্ষম, যেখানে বলা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত জনস্বার্থে নয়। আমরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করছি যে, সরকারি সম্পত্তির সর্বোত্তম মূল্য পাওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের পর নতুন দরপত্র আহ্বান করে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা জনস্বার্থে হবে কি না, নাকি দরপত্র প্রক্রিয়ায় কোনও দরদাতাকে চুক্তি প্রদান করা হবে যেখানে দেখা যায় যে পর্যাপ্ত প্রচার হয়নি এবং দরদাতাদের একটি কার্টেল থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে, তা জনস্বার্থে হবে। আমরা মনে করি যে, হাইকোর্টের পক্ষ থেকে কমিশনারের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বৃহত্তর জনস্বার্থে নেওয়া হয়েছে, যা নিশ্চিত করবে যে, পুরসভা প্রতিযোগিতার পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরও বেশি রাজস্ব উপার্জন করবে। কোনও কল্পনার প্রসার ছাড়াই, রাজ্য সরকার বা কমিশনারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ, অনুপযুক্ত, অযৌক্তিক বা অযৌক্তিক বলে অভিহিত করা যেতে পারে, যা শুধুমাত্র উচ্চ আদালতকে অনুমতি দিতে পারত।

হস্তক্ষেপ করা। হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ যখন এই ধরনের কোনও পরামিতি বিদ্যমান ছিল না, আমাদের মতে, সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাই যে এটি হাইকোর্ট, যা প্রাসঙ্গিক উপাদান বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৬। ফলস্বরূপ, বিতর্কিত আদেশগুলি আইনে টেকসই নয়। 'তদনুসারে, আপিলগুলি অনুমোদিত হয় এবং ৩১.০৮.২০১৭ এবং ০৫.০৭.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়। উত্তরদাতা নং।-এর আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

২৭। তবে, পৌর পরিষদকে প্রতি বছর ৬ শতাংশ হারে সুদ সহ উত্তরদাতা নং। এখানে জমা করা অর্থ অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২৮। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

দিব্যা পাণ্ডে আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar